আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা

শবে কদর ১৪৪৭ হিজরীর

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

আল্লাহ পাকের গোপন ব্যবস্থাপনা

শবে কদর ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ৩
বয়ান শোনার নিয়্যত ৪
কুরআন পাকের একটি চমৎকার শিক্ষা ৭
আখেরাতের বিষয়ে চিন্তাহীনতার অভিশাপ ৮
৭০ জন দুনিয়াবিমুখ নেককারের শিক্ষণীয় পরিণাম ১০
গোপন কৌশল থেকে নির্ভয়তা কবীরা গুনাহ ১১
ফেরেশতা ও শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ১২
হায়! ঐ ভাগ্যবান যদি আমিই হতাম...!! ১৫
ঈমানের উপর মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি কারো কাছে নেই ১৬
জানি না আমাদের সমাপ্তি কেমন হয়! ১৬
নেক লোক অমুসলিম হয়ে মারা গেল ১৭
আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলকে ভয় করতে থাকুন! ১৮
শয়তান আত্মীয়-স্বজনের বেশে ঈমান কেড়ে নিতে আসবে ২১
একজন ইবাদতগুজারের শিক্ষণীয় পরিণতি ২২
যাঁর ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় হবে না....!! ২৪
আগুনের সিন্দুক ২৫
মৃত্যুকে জবাই করা হবে! ২৬
মন্দ সমাপ্তির ৪টি কারণ ২৬
তাওবার ৩টি রুকন ২৭
মন্দ সমাপ্তির আরও কারণসমূহ ২৮
তাওবা করে নিন! ২৮
উত্তম সমাপ্তির জন্য মাদানী ফুল ২৯
ঈমানের উপর সমাপ্তির ৩টি অযীফা ২৯
অনুদানের উৎসাহ ৩০
লাইলাতুল জায়েযা বা পুরস্কারের রাতে ইবাদতের উৎসাহ ৩১
শাওয়ালের ৬ রোযার উৎসাহ ৩২
চাঁদ রাতে মাদানী কাফেলায় সফরের উৎসাহ ৩৩

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ حِيْنَ يُصْبِحُ عَشْرًا وَحِيْنَ يُمْسِي عَشْرًا اَدْرَكَتْهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَة

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সকালে ১০ বার এবং সন্ধ্যায় ১০ বার আমার প্রতি দরূদ পাক পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভ করবে। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খণ্ড:১, পৃষ্ঠা: ২৬১, হাদীস: ২৯)**

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে ১০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উপর ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে ১০০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই বান্দা মুনাফেকী এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস: ৭২৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাফসীরে আযীযিতে রয়েছে: একবার আমাদের প্রিয় আকা মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পূর্ববর্তী উম্মতগণ এবং তাদের দীর্ঘ হায়াত সম্পর্কে চিন্তা করলেন এবং নিজের উম্মতের স্বল্প হায়াত প্রত্যক্ষ করলেন; তখন উম্মতের দয়ালু, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হৃদয় মমতায় ভরে এল। তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি ভেবে চিন্তিত হলেন যে, আমার উম্মতেরা যদি সারা জীবন প্রচুর নেক কাজও করে, তবুও পূর্ববর্তী উম্মতদের সমকক্ষ হতে পারবে না।

এদিকে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক হৃদয় ব্যথিত হলো, ওদিকে আল্লাহ পাকের রহমত জোশে এল এবং আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সান্ত্বনার জন্য তাঁকে ‘লাইলাতুল কদর’ বা মহিমান্বিত রাতের উপহার দান করলেন। (তাফসীরে আযীযি, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৫৭) যেমনটি ইরশাদ হলো:

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ ﴿۱﴾ وَ مَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ ﴿۲﴾ لَیْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَیْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿۳﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓىٕكَةُ وَ الرُّوْحُ فِیْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ﴿۴﴾ سَلٰمٌ ۛ۫ هِیَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿۵﴾

(পারা ৩০, সূরা কদর, আয়াত ১-৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি সেটা ক্বদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি; এবং আপনি কি জানেন ক্বদর-রাত্রি কি? ক্বদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম এতে ফিরিশতাগণ ও জিব্রাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকে স্বীয় প্রতিপালকের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। ওটা শান্তি- ভোর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

سُبْحٰنَ الله! আমার আকা ও মাওলা মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কী শান! তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতদের জন্য চিন্তিত হলেন তো

আল্লাহ পাক তাঁর মনতুষ্টির জন্য উম্মতকে শবে ক্বদরের মতো মহান নেয়ামত দান করলেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ মাহে রমযানের ২৭তম রাত এবং ওলামায়ে কেরামের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এটিই যে, মাহে রমযানের ২৭তম রাতই হলো শবে ক্বদর। **(ফয়যানে রমযান, পৃষ্ঠা: ১৯৯)** অতএব আমরা আশা রাখি যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ শবে ক্বদর। ✯ আজ মাগফিরাতের রাত ✯ রহমতের রাত ✯ আজ ঐ রাত যা হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ✯ আজ নিরাপত্তার রাত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন শবে ক্বদর আসে, তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام একটি সবুজ পতাকা নিয়ে ফেরেশতাদের এক বিশাল বাহিনীর সাথে জমিনে অবতরণ করেন এবং সেই সবুজ পতাকাটি কাবা শরীফের উপর উড়িয়ে দেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী ঐ ফেরেশতাদের সংখ্যা ভূপৃষ্ঠের কঙ্করসমূহের চেয়েও বেশি হয়। তাঁরা সবাই সালাম ও রহমত নিয়ে অবতরণ করেন। হাদীসে পাকে রয়েছে: হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام এর ১০০টি ডানা রয়েছে, যার মধ্যে ২টি ডানা শুধুমাত্র এই রাতেই খোলেন; সেই ডানাগুলো পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে যায়। এরপর হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام ফেরেশতাদের নির্দেশ দেন; যে মুসলমান আজ রাতে নামায বা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন আছে তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা করো এবং তাদের দোয়াতে আমীন বলো! অতএব ফেরেশতাগণ তাঁর নির্দেশ পালন করেন এবং সকাল পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে।

(শুআবুল ঈমান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩৩৬, হাদীস: ৩৬৯৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ বরকতময় রাত, আল্লাহ পাক আজকের এই মুবারক রাতের উসিলায় আমাদের সবাইকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করুক।

কুরআন পাকের একটি চমৎকার শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে কদর যেহেতু কুরআনে করীম অবতীর্ণ হওয়ার রাত, সেই প্রাসঙ্গিকতায় কুরআনে করীমের চমৎকার শিক্ষাসমূহের মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা; যা কোনো একটি রাত, এক মাস, একদিন বা এক ঘণ্টার জন্য নয় বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের জন্য; এটি একটি অনুভূতি এবং একটি অবস্থার শিক্ষা, যার বিষয়ে কুরআনে করীম আমাদের উৎসাহিত করে যে, এই অনুভূতি স্থায়ীভাবে আমাদের ভেতরে থাকা উচিত। সেই শিক্ষা, সেই অনুভূতি কী? শুনুন! আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَ اطْمَاَنُّوْا بِهَا وَ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ اٰیٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۙ(۷) اُولٰٓىٕكَ مَاْوٰىهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوْا یَكْسِبُوْنَ (۸)

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৭,৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা এবং পার্থিব জীবনকেই পছন্দ করে বসেছে এবং সেটাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে আর ঐসব লোক, যারা আমার আয়াতসমূহ থেকে বিমুখ রয়েছে; সেসব লোকের ঠিকানা দোযখ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ।

এই আয়াতে করীমার আগের আয়াতগুলোতে এই বিষয়টি দলীলসহ স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই দুনিয়া নশ্বর, এই দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস মুহূর্তের মধ্যে তার সমাপ্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে; শীঘ্রই এই দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর কিয়ামত কায়েম হবে এবং সবাইকে আল্লাহ

পাকের দরবারে হাজির করা হবে। এই বিষয়টি দলীলসহ স্পষ্ট করার পর এই আয়াতগুলোতে (অর্থাৎ আয়াত ৭ ও ৮) অমুসলিমদের ৪টি মন্দের কথা বর্ণনা করা হয়েছে: (১) অমুসলিম লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হওয়ার আশা রাখে না অর্থাৎ ✯ তাদের অন্তরে কিয়ামতের ভয় নেই ✯ তারা জাহান্নামকে ভয় পায় না ✯ জান্নাতের আগ্রহও রাখে না। এটি ছিল তাদের প্রথম মন্দ কাজ। (২) দ্বিতীয় মন্দ কাজ হলো; এই লোকেরা দুনিয়ার এই সাময়িক ও নশ্বর জীবনকে পছন্দ করে নিয়েছে। (৩) তারা এই দুনিয়াবী জীবনের উপরই তৃপ্ত বা সন্তুষ্ট। (৪) এই লোকেরা আল্লাহ পাকের আয়াতসমূহ সম্পর্কে উদাসীন। তাদের এই চারটি মন্দের পরিণাম হলো; আখেরাতে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

(সীরাতুল জিনান, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ২৮৭-২৮৮)

আখেরাতের বিষয়ে চিন্তাহীনতার অভিশাপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করীমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো; এই দুনিয়ার জীবনের উপর রাজি হয়ে যাওয়া, নিজের বর্তমান অবস্থার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া, এই ধারণা মনে গেঁথে নেওয়া যে, আমি এখন যেমন আছি তেমনই থাকব; এটি অমুসলিমদের তরীকা। একজন মুসলমানের শান হলো ✯ তার অন্তরে কিয়ামতের ভয় থাকে ✯ সে জাহান্নামকে ভয় পায় ✯ কবরে ও ✯ আখেরাতে পাকড়াও হওয়ার ভয় পায় ✯ সে কখনোই আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে নির্ভয় হয় না ✯ নিজের বর্তমান অবস্থার উপর তৃপ্ত হয়ে সে এমন ধারণা করে না যে, আমি যেমন আছি তেমনই থাকব; এমনটি হয় না বরং সে সবসময় ভীত থাকে।

কিন্তু আফসোস! আজ আমাদের অবস্থা নাজেহাল। আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলের ভয় আমাদের অন্তর থেকে বেরিয়ে গেছে। এই দুনিয়ার জীবনের উপর তুষ্টি আমাদের অন্তরে জেঁকে বসেছে। আফসোস! আমাদের আখেরাতের চিন্তা হয় না ✯ আমি দুনিয়ার সম্পদ পেয়ে যাই; তার চেষ্টা তো দিনরাত করা হয় কিন্তু কিয়ামতের হিসাবে সফলতা মিলবে কি মিলবে না তার কোনো চিন্তা নেই ✯ কয়েক শ' বা কয়েক হাজার টাকার লোকসান হয়ে গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরেশানী থাকে কিন্তু যদি গুনাহ হয়ে যায়; যা আমাদের জাহান্নামের আযাবে গ্রেপ্তার করতে পারে; তাতে বিন্দুমাত্র পেরেশানী হয় না ✯ কয়েক হাজার টাকার কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে খুব আক্ষেপ ও চিন্তার সাথে তা তালাশ করতে থাকি কিন্তু নেকি করতে পারিনি, সাওয়াব থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি, তাতে কোনো আক্ষেপ হয় না ✯ অফিসে যেতে ১০ মিনিট দেরি হয়ে গেলে, সকালে ঘুম থেকে দেরিতে উঠলে চিন্তা হয়, পেরেশানী হয় যে ১০ মিনিটের টাকা মাসিক বেতন থেকে কেটে যাবে, আমাদের নিগরান বা অফিসার অসন্তুষ্ট হবেন; টেনশন হয় যে, এখন অফিসে দেরি করে পৌঁছালে বসের ধমক শুনতে হতে পারে, কিন্তু সকালে ফজরের নামায কাযা হয়ে গেছে; যার কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হতে পারে, আল্লাহ পাকের গযব আমার উপর বর্ষিত হতে পারে; হায়! নামায পড়িনি, আল্লাহ পাকের দরবারে কী মুখ নিয়ে হাজির হব, তার কোনো চিন্তা হয় না ✯ যা কিছু আমরা এই দুনিয়ায় আয় করতে পেরেছি তার হেফাজত তো খুব গুরুত্বের সাথে করি; সিন্দুক বানানো হয়, ব্যাংকে লকার সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, সিকিউরিটি গার্ড রাখা হয় কিন্তু অন্তরে ঈমানের দৌলত আছে, এই চিরস্থায়ী দৌলত, এই অমূল্য দৌলত, এই সবচেয়ে দামী দৌলত, এর হেফাজতের চিন্তা খুব কম মানুষেরই হয়। বিশ্বাস করুন! আখেরাতের বিষয়ে এই যে

চিন্তাহীনতার অবস্থা, এটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। আল্লাহ পাক কুরআন করীমে ইরশাদ করেন:

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا بَیَاتًا وَّ هُمْ نَآىِٕمُوْنَ ﴿۹۷﴾ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰۤى اَنْ یَّاْتِیَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّ هُمْ یَلْعَبُوْنَ ﴿۹۸﴾ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِۚ فَلَا یَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿۹۹﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ৯৭-৯৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ভয় করে না যে, তাদের উপর শাস্তি রাতে আসবে যখন তারা নিদ্রায় মগ্ন থাকবে? অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় করে না যে, তাদের উপর আমার শাস্তি; পুর্বাহ্নে আসবে যখন তারা খেলায় মগ্ন থাকবে? তারা কি আল্লাহ এর গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অচেতনই রয়েছে? সুতরাং আল্লাহর গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে কেউ নির্ভীক হয়না, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্থরা।

আল্লাহ! আল্লাহ! জানা গেল, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে, তাঁর পাকড়াও থেকে, তাঁর গোপন কৌশল থেকে নির্ভয় হয়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্তদের পন্থা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭০ জন দুনিয়াবিমুখ নেককারের শিক্ষণীয় পরিণাম

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলে ৭০ জন দুনিয়াবিমুখ নেককার ছিল, ঐ যুগে তাঁদের মতো নেককার আর কেউ ছিল না। আল্লাহ পাক ঐ যুগের নবীর প্রতি ওহী পাঠালেন যে, এই ৭০ জন দুনিয়াবিমুখ লোক দুনিয়া থেকে অমুসলিম হয়ে বিদায় নেবে। ঐ নবী عَلَيْهِ السَّلَام বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহ পাক! এর কারণ কী? (এরা তো খুব নেককার লোক, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী, নেকীর উপর

নেকী করে; তবে তাদের পরিণাম এমন কেন হবে?) আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: এই জন্য যে, এরা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তাহীন হয়ে গেছে।

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! হে আশিকানে রাসূল! চিন্তা করুন! নেক লোক, দুনিয়াবিমুখ, তাঁদের যুগে তাঁদের মতো ইবাদতগুজার আর কেউ ছিল না কিন্তু আফসোস! তাঁদের পরিণাম ভয়াবহ হলো...!! কেন? এই জন্য যে, তারা চিন্তাহীন হয়ে গিয়েছিলো; তাঁরা নিজেদের পরিণামের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁদের অন্তরে এই অনুভূতি এসেছিল যে, আমরা যে অবস্থায় আছি সবসময় এই অবস্থাতেই থাকব। ব্যস, তাঁদের এই নিশ্চিন্ততা, তাঁদের এই চিন্তাহীনতা আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে নির্ভয়ে ছিল যার কারণে তাঁরা ধ্বংস হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

গোপন কৌশল থেকে নির্ভয়তা কবীরা গুনাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে নির্ভয়তা (অর্থাৎ নিজের বর্তমান অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত হওয়া) অত্যন্ত ক্ষতিকর। সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আম্মার বিন ইয়াসির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেনন: ✯ আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি নিরাশ হওয়া ✯ আল্লাহ পাকের সাহায্যের প্রতি হতাশ হওয়া ✯ এবং নিজেকে আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অনেক বড় গুনাহ। **(মাকারিমুল আখলাক লিত-তাবারানি, পৃ. ২১৭)**

ফেরেশতা ও শয়তানের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের এখানে এক অদ্ভুত মানসিকতা পাওয়া যায়। আমরা যখন কোনো শিক্ষণীয় জিনিস দেখি, কোনো ভয়ের কথা শুনি, যখন জাহান্নামের আযাবসমূহের আলোচনা হয়, আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা শোনানো হয়, তখন আমাদের মনে হয় যেন এই কথাগুলো আমার জন্য নয় বরং অন্যদের জন্য। এই যে চিন্তা, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি অত্যন্ত শিক্ষণীয় বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তিনি লেখেন: শয়তান যার নাম ইবলিস, সে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার বছর পর্যন্ত সপ্তম আসমানে ইবাদত করেছে। হযরত রিদওয়ান عَلَيْهِ السَّلَام (যিনি জান্নাতের দারোগা, তাঁর) সাথে ১ হাজার বছর পর্যন্ত জান্নাতের রক্ষক ছিল। একবার শয়তান জান্নাতের কোথাও একটি লেখা দেখল যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে এমন একজন আছে যাকে আল্লাহ পাক একটি হুকুম দেবেন কিন্তু সে আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করবে; অতএব তাকে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিতাড়িত করা হবে এবং তার সমস্ত ইবাদত ধূলিকণার মতো উড়িয়ে দেওয়া হবে।

ইবলিস এই কথাটি পড়ল কিন্তু সে এটি চিন্তাই করল না যে, এই কথাটি আমার বিষয়েও হতে পারে; সে নিজের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ছিল, আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে নির্ভয় ছিল। সে এটাই ভাবল যে, এটি আমি নই বরং অন্য কেউ হবে। অতএব সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরয করল: হে আল্লাহ পাক! আমাকে অনুমতি দিন যেন আমি ঐ অবাধ্যের প্রতি লানত পাঠাই। আল্লাহ পাক তাকে অনুমতি দিলেন। সুতরাং

সে ১ হাজার বছর পর্যন্ত ঐ অবাধ্যের প্রতি লানত পাঠাতে থাকল এবং সে জানত না যে, ঐ অবাধ্য সে নিজেই। **(সালওয়াতুল আরেফীন, খণ্ড :২, পৃষ্ঠা :১৭০)**

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটিই হলো আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থেকে নির্ভয়তা...!! ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও লেখেন: অনুরূপ একটি লেখা হযরত ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَام লওহে মাহফুযে লেখা দেখলেন। সেটি পড়ে তাঁর উপর ভয়ের আধিক্য হলো (তিনি এটি মনে করছিলেন যে, এই যে অবাধ্যের বিষয়ে লেখা আছে সে অন্য কেউ নয় বরং আমিই হব; অতএব ভয়ের কারণে) তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। এত কাঁদলেন, এত কাঁদলেন যে, ফেরেশতাদের তাঁর উপর দয়া হতে লাগল। ফেরেশতারা তাঁর চারপাশে জমা হলো, জিজ্ঞেস করল; আপনি এত তীব্রভাবে কেন কাঁদছেন? হযরত ইসরাফিল عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি লওহে মাহফুযে একটি লেখা পড়েছি, তাতে একজন অবাধ্যের কথা উল্লেখ আছে (এবং আমার ভয় হচ্ছে যে, ঐ লেখাটি যেন আমার বিষয়েই না হয়)। ফেরেশতারা যখন এটি শুনল তখন তারাও এটাই ভাবল যে, এই লেখাটি যেন আমাদের বিষয়ে না হয়। সুতরাং ঐ ফেরেশতারাও আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলের ভয়ে কাঁদতে শুরু করল।

(সালওয়াতুল আরেফীন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৭০)

হে আশিকানে রাসূল! এরা ফেরেশতা, যারা নিষ্পাপ; তাঁদের দ্বারা গুনাহ হয়ই না, তাঁরা কখনোই আল্লাহ পাকের অবাধ্যতা করেন না; তা সত্ত্বেও চিন্তা করুন যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলকে কতটা ভয় পান....!! অতঃপর এখানে শয়তানের এবং ফেরেশতাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখুন! শয়তানও ঐ একই লেখা পড়েছিল কিন্তু সে নিজের অবস্থার উপর নিশ্চিন্ত ছিল; সে এটাই ভেবেছিল যে, এই অবাধ্য আমি নই

বরং অন্য কেউ। কিন্তু ফেরেশতারা এমনটি ভাবেননি বরং সবাই নিজের বিষয়ে ভয় পেলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন...!!

আল্লাহ পাক না করুক যে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিও পাপিষ্ঠ শয়তানের মতো হোক। খুব কম মানুষ আছে যারা ✯ জাহান্নামের আযাব শুনে ✯ কবর ও আখেরাতের ভয়াবহতার বয়ান শুনে ✯ আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা শুনে নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করে। সাধারণত মানুষ এটাই ভাবছে যে, ✯ আমার কিছু হবে না ✯ আমাকে তো আল্লাহ পাক ক্ষমা করেই দেবেন ✯ এই বর্ণনাগুলো ✯ এই আযাবগুলো ✯ এই ভয়াবহতাগুলো আমার জন্য নয় বরং অন্যদের জন্য।

হে আশিকানে রাসূল! এমনটি ভাববেন না! আল্লাহ পাক অমুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। আমার বিষয়ে আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল কী; আমাকে সেই বিষয়ে ভাবতে হবে, সেটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে ✯ আমি আজ নামাযী, হায়! কাল যদি নামাযী থাকতে না পারি তবে কী হবে? ✯ আমি আজ নেককার, কাল যদি আমার থেকে নেকীর তৌফিক ছিনিয়ে নেওয়া হয় তবে আমার কী হবে? ✯ হায়! হায়! আমি তাওবার তৌফিক পাচ্ছি না ✯ হায়! আমি গুনাহ ছাড়তে পারছি না...! আফসোস! যদি এতে আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল থাকে! ✯ হায়! যদি আমি নিজের ঈমান নিরাপদে নিয়ে দুনিয়া থেকে যেতে না পারি তবে আমার কী হবে...!! আমি কোথায় যাব? কার দুয়ারে আশ্রয় নেব...?

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হায়! ঐ ভাগ্যবান যদি আমিই হতাম...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্যদের পরিণাম কী হবে? আমার সাথে বসা ব্যক্তির বিষয়ে আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল কী? সেই বিষয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন আমার নেই; আমাকে তো এটি ভাবতে হবে যে, আমার পরিণাম কী হবে? আমার বিষয়ে আল্লাহ পাকের গোপন কৌশল কী? আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন এমনই ছিলেন; তাঁরা নিজেদের পরিণাম নিয়ে চিন্তিত থাকতেন। প্রসিদ্ধ আল্লাহর ওলী হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বিষয়ে বর্ণিত আছে; তিনি একবার একটি হাদীস শরীফ বয়ান করলেন যাতে সর্বশেষ জান্নাতীর উল্লেখ ছিল। বিষয়বস্তু ছিল এমন যে, যখন সমস্ত জান্নাতী জান্নাতে এবং সমস্ত জাহান্নামী জাহান্নামে পৌঁছে যাবে, তখন সবার শেষে একজন ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই বর্ণনাটি দিলেন তখন ব্যাকুল হয়ে বললেন: হায়! ঐ সর্বশেষ জান্নাতী যদি আমিই হতাম...!! লোকেরা জিজ্ঞেস করল: হুযুর! আপনি এমনটি কেন বলছেন? বললেন: কারণ ঐ জাহান্নামীর জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া এবং জান্নাতে পৌঁছানো সুনিশ্চিত। **(তানবীহুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা: ৩৫৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এরা আল্লাহ পাকের নেক বান্দা; একটু অনুমান করুন যে, তাঁরা কেমনভাবে আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলকে ভয় পেতেন। হায়! আমাদেরও যদি গোপন কৌশলের ভয় নসীব হতো! হায়! নিজেদের পরিণামের চিন্তা যদি আমাদের অর্জিত হতো!

ঈমানের উপর মৃত্যুর কোনো গ্যারান্টি কারো কাছে নেই

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে, তিনি আমাদের মানুষ বানিয়েছেন, মুসলমান করেছেন এবং তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার আঁচল আমাদের হাতে দিয়েছেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমরা মুসলমান; কিন্তু আমাদের মধ্যে কারো কাছে এই কথার কোনো গ্যারান্টি নেই যে, সে মৃত্যু পর্যন্ত মুসলমানই থাকবে। যেমনিভাবে অসংখ্য অমুসলিম সৌভাগ্যক্রমে মুসলমান হয়ে যায়, ঠিক তেমনই অনেক দূর্ভাগ্যবান মুসলমানের مَعَاذَ الله অমুসলিম হয়ে মৃত্যুবরণ করাও প্রমাণিত। আর যে ঈমান থেকে ফিরে গিয়ে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে সে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ পাক পারা: ২, সূরা: বাকারা, আয়াত ২১১ এ ইরশাদ করেন:

سَلْ بَنِیْۤ اِسْرَآءِیْلَ كَمْ اٰتَیْنٰهُمْ مِّنْ اٰیَةٍۭ بَیِّنَةٍؕ وَ مَنْ یُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: বনী ইস্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করো আমি কতগুলো সুস্পষ্ট নিদর্শনই তাদেরকে প্রদান করেছি আর যে আল্লাহর আগত অনুগ্রহকে পরিবর্তন করেছে, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জানি না আমাদের সমাপ্তি কেমন হয়!

হাদীসে পাকে রয়েছে: আদম সন্তান বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে ✯ তাদের মধ্যে কেউ মুমিন হিসেবে জন্ম নিয়েছে, ঈমানের অবস্থায় জীবিত থাকে এবং মুমিন হিসেবেই মরবে ✯ কেউ অমুসলিম হিসেবে জন্ম নিয়েছে, কুফরের অবস্থায় জীবিত থাকে এবং অমুসলিম হিসেবেই

মরবে ✯ অথচ কেউ মুমিন হিসেবে জন্ম নিয়েছে, মুমিনসূলভ জীবন কাটিয়েছে কিন্তু কুফরের অবস্থায় বিদায় নিয়েছে ✯ কেউ অমুসলিম হিসেবে জন্ম নিয়েছে, অমুসলিম হিসেবে জীবিত ছিল কিন্তু মুমিন হয়ে মরবে। **(তিরমিযী, হাদীস: ২১৯১)**

নেক লোক অমুসলিম হয়ে মারা গেল

হযরত ইমাম আবু মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ৩ জন দুনিয়াবিমুখ লোক হজ্জের ইচ্ছায় বাইতুল্লাহ শরীফের দিকে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় তাঁরা অমুসলিমদের একটি বস্তিতে অবস্থান করলেন। তাঁদের তিনজনের মধ্যে একজনের দৃষ্টি একজন সুন্দরী মহিলার উপর পড়ল তো তার মন সেদিকে ঝুঁকে গেল। যখন তিনজনই সফরের ইচ্ছা করলেন তখন সে ছলে-বলে-কৌশলে তাঁদের এড়িয়ে গেল এবং নিজে সেখানেই রয়ে গেল। তার দুই সাথী চলে গেলেন এবং তাকে ঐ বস্তিতেই ছেড়ে দিলেন। এখন সে নিজের মনের কথা ঐ মহিলার বাবার কাছে বলল। মেয়েটির অমুসলিম বাবা বলল: আমার মেয়ের মোহর তোমার উপর অনেক ভারী হবে, তোমার সেই সামর্থ্য নেই। নেককার লোকটি জিজ্ঞেস করল: মোহর কী? তার বাবা বলল: তোমাকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে।

হায়! ঐ নির্বোধ...!! সে ঐ অমুসলিম মেয়েটির প্রেমে পাগল ছিল; এই নোংরা আবেগের হাতে বাধ্য হয়ে সে নিজের দ্বীন ছাড়ল এবং অমুসলিম হয়ে গেল। এখন ঐ মেয়েটির সাথেই তার বিয়ে হয়ে গেল, অতঃপর কিছুকাল পরেই সে ঐ বে-ঈমানী অবস্থায় মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল। যখন তার দুই সাথী সফর থেকে ফিরে এলেন তখন তার সম্পর্কে খোঁজ নিলেন তো তাঁদের বলা হলো যে, সে তো অমুসলিম হয়ে গিয়েছিল এবং ঐ অবস্থাতেই মারা গেছে। এটি শুনে তাঁদের খুব দুঃখ হলো, শিক্ষা

নেওয়ার জন্য তার কবরে পৌঁছালেন। সেখানে একজন মহিলা এবং ২ জন বাচ্চাকে কবরের উপর কাঁদতে দেখলেন। নিজেদের সাথীর অবস্থা দেখে তাঁরাও কাঁদতে শুরু করলেন। মহিলা তাঁদের জিজ্ঞেস করল: আপনারা কেন কাঁদছেন? তাঁরা তার ইবাদত, নামায ও দুনিয়াবিমুখতার কথা উল্লেখ করলেন। মহিলা যখন এটি শুনল তখন তার মন ইসলামের দিকে ঝুঁকে গেল এবং সে তার দুই সন্তানসহ ইসলাম কবুল করে নিল।

(আর রওযুল ফায়েক, পৃ: ১৬)

اَللّٰہُ اَکْبَرُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কেমন শিক্ষার বিষয়...!! ঐ মহিলা যার প্রেমে পাগল হয়ে এই নেক মানুষটি ঈমানের দৌলত ছেড়েছিল, ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সে মুসলমান হয়ে গেল আর এই মন্দ পরিণামের অধিকারী ব্যক্তি অমুসলিম হয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেল...!! অতএব মুসলমানের উচিত নিজের পরিণাম সম্পর্কে সবসময় ভীত থাকা এবং আল্লাহ পাকের কাছে উত্তম সমাপ্তির প্রার্থনা করতে থাকা।

আল্লাহ পাকের গোপন কৌশলকে ভয় করতে থাকুন!

হযরত আব্দুল্লাহ মুসালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাদের যুগে একজন দুঃখী ব্যক্তি ছিল যাকে ‘ক্বাদীবুল বান’ (বান নামের গাছের শাখা) নামে ডাকা হতো। তাঁর সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে কেউ তাঁর সাথে কথা বলার সাহস করত না। তিনি অনেক বেশি কাঁদতেন। একবার আমি ঐ নেক ব্যক্তির খিদমতে হাজির হলাম এবং আরয করলাম: হে আমার শ্রদ্ধেয়! ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে নিজের সত্তা ছাড়া প্রতিটি জিনিস থেকে অমুখাপেক্ষী করেছেন! আপনার দুঃখ এবং মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণ কী? তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং খুব কাঁদলেন,

এরপর তাঁর রঙ বদলে গেল এবং অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরল তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘটনা বয়ান করলেন। বলতে লাগলেন: আমি আমার উস্তাদের খিদমত করতাম; আমার উস্তাদ আবদালদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আমি ৪০ বছর তাঁর খিদমত করেছি; তিনি অনেক বড় ইবাদতগুজার ছিলেন। তিনি তাঁর ওফাতের ৩ দিন আগে আমাকে ডেকে বললেন: হে আমার বেটা! হে আল্লাহ পাকের বান্দা! আমার উপর তোমার এবং তোমার উপর আমার হক আছে। আর তোমার উপর আমার হকগুলোর একটি এটি যে, তুমি আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং আমার অসিয়ত পূর্ণ করবে। আমি আরয করলাম: ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে আপনার অসিয়ত পূর্ণ করব। তিনি বললেন: আমার হায়াতের ৩ দিন বাকি আছে এবং আমি কুফরের উপর মারা যাব। যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে আমার কাপড়সহ রাতের অন্ধকারে একটি কফিনে রেখে শহরের বাইরে অমুক জায়গায় নিয়ে যেও এবং সূর্যোদয় পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করো। সেখানে কিছু লোক আসবে, তাদের কাছে একটি কফিন থাকবে; তারা ঐ কফিনটি আমার পাশে রেখে দেবে এবং আমার কফিনটি নিয়ে যাবে। তুমি ঐ দ্বিতীয় কফিনটি নিয়ে ফিরে আসবে, অতঃপর ঐ কফিনটি খুলবে; তাতে যে মৃতদেহ থাকবে তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা পূর্ণ করে ইসলামী পদ্ধতিতে দাফন করে দেবে। ঐ নেক ব্যক্তি বলেন: নিজের উস্তাদের এই কথা শুনে আমার উপর ব্যাকুলতা ছেয়ে গেল এবং আমি কাঁদতে কাঁদতে জিজ্ঞেস করলাম: এমন অবস্থা হওয়ার কারণ কী? উস্তাদ বললেন: বেটা! এই সবকিছু লওহে মাহফুযে লেখা আছে এবং আল্লাহ পাকের শান হলো:

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْـَٔلُوْنَ ﴿۲۳﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তাঁকে প্রশ্ন করা যায় না যা তিনি করেন এবং

তাদের সবাইকে প্রশ্ন করা হবে।

তিনি বলেন: আমি উস্তাদের এই কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলাম; অতঃপর যখন ৩ দিন পার হলো তখন উস্তাদের কথামতোই হলো। হঠাৎ তাঁর উপর অস্থিরতা ছেয়ে গেল, রঙ বদলে গেল এবং চেহারা কালো হয়ে পূর্ব দিকে ঘুরে গেল এবং তিনি উপুড় হয়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। নিজের উস্তাদের এমন পরিণাম দেখে আমি অনেক কাঁদলাম। এরপর আমার অসিয়তের কথা মনে পড়ল তো আমি তাঁকে একটি কফিনে রাখলাম এবং ঐ জায়গায় নিয়ে গেলাম যার উল্লেখ উস্তাদ করেছিলেন। এরপর সবকিছু তেমনই হলো যেমন উস্তাদ বলেছিলেন। সকালে সেখানে কিছু লোক এল, তাদের কাছেও একটি কফিন ছিল; তারা ঐ কফিনটি উস্তাদের কফিনের পাশে রেখে দিল। তাদের মধ্য থেকে একজন ব্যক্তি এগিয়ে এসে আমার উস্তাদের কফিনটি তুলে নিয়ে যেতে লাগল। তো আমি তাকে ধরে জিজ্ঞেস করলাম: তুমি কে? আর এই ব্যবস্থা কী? সে বলল: আমি একজন অমুসলিম। এই যে কফিনটি, এতে আমাদের একজন ধর্মীয় নেতা আছে। আমি ৪০ বছর তার খিদমত করেছি; সে তার মৃত্যুর ৩ দিন আগে আমাকে ডেকে এই বিষয়ের অসিয়ত করেছিল এবং বলেছিল যে আমি যেন তার কফিনটি এই জায়গায় নিয়ে আসি এবং দ্বিতীয় কফিনটি নিয়ে গিয়ে নিজের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাকে দাফন করে দিই। অতএব যখন ৩ দিন পার হলো তখন আমার উস্তাদের চেহারা খুশিতে ঝলমল করে উঠল; তিনি কালিমায়ে শাহাদাত পড়লেন এবং মুসলমান হয়ে ইন্তেকাল করলেন।

এরপর ক্বাদীবুল বান (অর্থাৎ এই ঘটনা বর্ণনাকারী নেক বুযুর্গ) বলেন: এখন আমি ঐ কফিনটি তুললাম, সেটি খুললাম তো তাতে একজন বুযুর্গের মৃতদেহ ছিল, তাঁর চেহারার উপর নূরের বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি তাঁকে

কফিন থেকে বের করলাম, ইসলামী তরিকায় গোসল দিলাম, কাফন পরালাম এবং জানাযার নামায আদায় করে দাফন করে দিলাম। বলেন: সেই দিন ছিল আর আজকেও সেই দিন; আমি যখনই বাইরে বের হই তখন আমার চেহারার উপর মন্দ সমাপ্তির ভয়ে দুঃখের মেঘ বর্ষিত হতে থাকে। এই জন্য আমি মানুষের থেকে দূরে এবং নিজের ঈমান বাঁচানোর চিন্তায় মগ্ন থাকি। **(আর রওযুল ফায়েক, পৃ: ১৮)**

শয়তান আত্মীয়-স্বজনের বেশে ঈমান কেড়ে নিতে আসবে

আল্লাহ! আল্লাহ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটি কতো বড় একটি সতর্কবার্তা ও কতইনা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা! হায়! দুনিয়ায় আসার তো আমরা এসে গেছি কিন্তু এখন দুনিয়া থেকে ঈমানকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য কঠোর দূর্গম গিরিপথ অতিক্রম করতে হবে এবং তবুও কিছুই জানা নেই যে, সমাপ্তি কেমন হবে! হায়! হায়! হায়! মৃত্যুর সময় ঈমান কেড়ে নেওয়ার জন্য শয়তান নানা ধরণের কৌশল ব্যবহার করবে; এমনকি মা-বাবার রূপ ধারণ করেও ঈমানে ডাকাতি করবে এবং অমুসলিমদের সঠিক প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। নিশ্চয়ই সেটি এমন এক নাজুক মুহূর্ত হবে যে, যাঁর উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ হবে তিনিই সফল হবেন এবং তাঁরই ঈমান নিরাপদ থাকবে। আমার আকা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লেখেন: প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় ২ জন শয়তান মানুষের দুই পাশে এসে বসে। একজন তার বাবার আকৃতি ধারণ করে, দ্বিতীয় জন মায়ের। ✯ একজন বলে: ঐ ব্যক্তি ইহুদী হয়ে মারা গেছে, তুমিও ইহুদী হয়ে যাও কারণ ইহুদীরা সেখানে খুব শান্তিতে আছে। ✯ দ্বিতীয় জন বলে:

ঐ ব্যক্তি নাসারা (অর্থাৎ খ্রিস্টান হয়ে দুনিয়া থেকে) গেছে, তুমিও নাসারা হয়ে যাও কারণ নাসারারা সেখানে খুব আরামে আছে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, খণ্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৮৩)

বাস্তবিকই অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয়ে খোদাভীতি সম্পন্নদের অন্তর টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

একজন ইবাদতগুজারের শিক্ষণীয় পরিণতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু । এই নিকৃষ্ট সবসময় আমাদেরকে আমাদের পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন করে পথভ্রষ্ট করতে এবং জাহান্নামের হকদার বানাতে সচেষ্ট। অভিশপ্ত শয়তান কোনভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়, একটি শিক্ষানীয় ঘটনা শুনুন!

কিতাবসমূহে লেখা রয়েছে: বারসীসা নামক একজন ইবাদতগুজার ছিল। আল্লাহ পাক তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করেছিলেন এবং সে সবার থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহ পাকের ইবাদতে মগ্ন থাকত। সে ২০০ বছর এমনভাবে কাটিয়েছে যে, এক মুহূর্তের জন্যও কোনো গুনাহ করেনি। তার ৬০ হাজার ছাত্র ছিল এবং সবাই তার এমন ফয়যান পেয়েছিল যে, আকাশে উড়ত। কিন্তু আফসোস! আল্লাহ পাকের গোপন রহস্য তার উপর প্রবল হলো এবং সে অমুসলিম হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিল।

ঘটনাটি এমন ছিল যে, একবার শয়তান মানুষের রূপ ধরে তার কাছে পৌঁছাল এবং বারসীসার ইবাদতখানা যেখানে থেকে সে ইবাদত করত; তার বাইরে দাঁড়িয়ে শয়তান তাকে আওয়াজ দিল। বারসীসা বলল: যে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতে চায় তার কোনো বন্ধুর প্রয়োজন নেই। এই উত্তর শুনে শয়তান তার ইবাদতখানার বাইরেই আসর জমাল।

এখন এই দূর্ভাগার পথভ্রষ্ট করার ধরন দেখুন! পথভ্রষ্ট শয়তান ৩ দিন ঐ ইবাদতখানার বাইরে লাগাতার ইবাদত করল; এই সময়ে না শয়ন করলো, না কিছু খেল বা পান করল। যেহেতু সে মানুষের আকৃতিতে ছিল এবং বারসীসা তাকে মানুষই মনে করছিল; অতএব সে তার ইবাদত দেখে খুব প্রভাবিত হলো। বারসীসা জিজ্ঞেস করল: আমার ২০০ বছর হয়ে গেছে ইবাদত করতে কিন্তু এখনো এই মর্যাদা পাইনি; আমার ঘুমেরও প্রয়োজন হয়, পানাহারেরও মুখাপেক্ষী (হায়! আমিও যদি তোমার মতো ইবাদত করতে পারতাম...!! তুমি এই মর্যাদা কীভাবে পেয়েছ?)।

শয়তান বলল: আসলে কথা হলো আমার দ্বারা একটি গুনাহ হয়ে গিয়েছিল; যখন আমার ঐ গুনাহর কথা মনে পড়ে তখন আমার এই অবস্থা হয়ে যায়; তখন আমার আর ক্ষুধাও লাগে না, তৃষ্ণাও লাগে না, ঘুমও আসে না। তুমি যেহেতু কখনো কোনো গুনাহ করোনি, তাই তোমার এই অবস্থা নেই। যদি তুমি আমার মতো হতে চাও তবে একটি গুনাহ করে নাও! তখন তোমার উপর খোদাভীতির আধিক্য হবে এবং তুমিও আমার মতো পানাহার ব্যতীত অনবরত ইবাদত করতে পারবে। বারসীসা বলল: আমি যে আল্লাহ পাকের এতকাল ইবাদত করেছি এখন তাঁর অবাধ্যতা কীভাবে করতে পারি? শয়তান বলল: মানুষ যখন গুনাহ করে তখন ক্ষমা প্রার্থনার দিকে ধাবিত হয় (আল্লাহ পাককে ভয় করে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হয়; অতএব এই অবস্থা পাওয়ার জন্য তোমাকে গুনাহ করতেই হবে)।

শয়তানের এই কথাগুলো শুনে বারসীসা পথভ্রষ্ট হলো এবং বলল: আচ্ছা বলো কোন গুনাহটি করব? শয়তান বলল: ব্যভিচার করো! বারসীসা অস্বীকার করল। শয়তান বলল: কাউকে হত্যা করো! বারসীসা এতেও রাজি হলো না। শয়তান বলল: চলো তবে মদ পান করো! এতে বারসীসা

রাজি হয়ে গেল। সে মদ কিনল, সেটি পান করল। এখন তার নেশা হলো; ঐ নেশার ঘোরে সে ব্যভিচারও করল এবং অন্যায়মূলক হত্যার গুনাহও করে বসল। যখন সে এমন গুরুতর অপরাধ করল তখন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো; তাকে ফাঁসীর দণ্ড শোনানো হলো। যখন তাকে ফাঁসীর মঞ্চে তোলা হলো তখন শয়তান তার কাছে পৌঁছাল এবং বলল: আমি তোমাকে ছাড়াতে পারি, ব্যস আমার একটি কথা মানো! আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে আমাকে সিজদা করো! হায়! ২০০ বছর গুনাহ থেকে বেঁচে ইবাদতে কাটানো বারসীসা শয়তানের চালে ফেঁসে গেল এবং সে শয়তানকে সিজদা করে দিল। যেমনই সে এই কুফর করল অমনি তার মৃত্যু এসে গেল এবং এই দূর্ভগা ঈমান থেকে ফিরে গিয়ে মুরতাদ হয়ে দুনিয়া থেকে চলে গেল...!! **(সালওয়াতুল আরেফীন, খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১৬৬-১৬৮)**

হে আশিকানে রাসূল! ভয় পাওয়ার স্থান এটি। হায়! আতঙ্কের বিষয়। যখন ২০০ বছর ইবাদতে কাটানো, একটিও গুনাহ না করা ব্যক্তির এমন ভয়াবহ পরিণাম হলো; তবে আমরা যারা গুনাহগার, আমাদের দ্বারা দিনরাত জানি না কেমন কেমন গুনাহ হয়; আমরা আমাদের পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত কীভাবে থাকতে পারি...!!

যাঁর ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় হবে না....!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়! যদি ঈমান হেফাজাতের ভালো চিন্তা নসীব হতো! শত কোটি আফসোস! সবসময় মন্দ সমাপ্তির ভয়ে অন্তর কাঁপত! দিনে বারবার তাওবা ও ইস্তিগফারের ধারাবাহিকতা থাকত। আল্লাহ পাকের দয়া বর্ষণকারী দরবারে ঈমান হেফাজতের ভিক্ষা চাওয়া জারি থাকত। উদ্বিগ্নের এবং চরম উদ্বিগ্নের বিষয় এটিই যে, যেভাবে দুনিয়াবী সম্পদ হেফাজতের বিষয়ে উদাসীনতা তার নষ্ট হওয়ার কারণ

হতে পারে, ঠিক তেমনই বরং তার চেয়েও কঠোর হলো ঈমানের ব্যাপারটি। মালফুযাতে আলা হযরতে আছে: ওলামায়ে কেরাম বলেন; যাঁর ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার ভয় থাকে না, প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেওয়ার কঠোর ঝুঁকি থাকে। **(মালফুযাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ৪৯৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আগুনের সিন্দুক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের সমাপ্তি নিয়ে চিন্তা করা অত্যন্ত জরুরী। হায়! যে দূর্ভাগার সমাপ্তি মন্দ হবে অর্থাৎ মৃত্যুর সময় যাঁর ঈমান ছিনিয়ে নেওয়া হবে অথবা যে কুফরের অবস্থায় দুনিয়া থেকে যাবে; জানেন তার হাশর কেমন হবে...!! শুনুন! এমন মন্দ পরিণামকারীকে কবর এমন জোরে চাপ দেবে যে, এদিকের পাঁজর ওদিকে আর ওদিকের পাঁজর এদিকে হয়ে যাবে। অমুসলিমদের জন্য একইভাবে আরও যন্ত্রণাদায়ক আযাব হবে। কিয়ামতের ৫০ হাজার বছরের দিন চরম ভয়াবহতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। যেসব গুনাহগার মুসলমান জাহান্নামে প্রবেশ করবে যখন তাদের বের করে নেওয়া হবে এবং দোযখে শুধুমাত্র তারাই রয়ে যাবে যাদের কুফরের উপর সমাপ্তি হয়েছিল। বাহারে শরীয়তে রয়েছে: এরপর শেষে কাফেরদের জন্য এটি হবে যে, তাকে তার উচ্চতা সমান আগুনের সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করা হবে। অতঃপর তাতে আগুন জ্বালানো হবে এবং আগুনের তালা লাগানো হবে। এরপর এই সিন্দুক আগুনের দ্বিতীয় সিন্দুকের মধ্যে রাখা হবে এবং এই দুটির মাঝে আগুন জ্বালানো হবে এবং এতেও আগুনের তালা লাগানো হবে। এরপর একইভাবে তাকে আরও একটি সিন্দুকের মধ্যে রেখে এবং আগুনের তালা

লাগিয়ে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এখন প্রতিটি কাফের মনে করবে যে তার ছাড়া এখন আর কেউ আগুনে নেই। আর এটি আযাবের উপর আজাব এবং এখন চিরকাল তার জন্য আযাব। **(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৭০)**

মৃত্যুকে জবাই করা হবে!

যখন সমস্ত জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামে শুধুমাত্র তারাই রয়ে যাবে যাদের চিরকাল তাতে থাকতে হবে; ঐ সময় জান্নাত ও দোযখের মাঝখানে মৃত্যুকে ভেড়ার আকৃতিতে এনে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর একজন ঘোষণাকারী জান্নাতীদের ডাকবে; তারা ভীত হয়ে উঁকি দেবে যে যেন এখান থেকে বের হওয়ার নির্দেশ না হয়। এরপর জাহান্নামীদের ডাকবে; তারা খুশি হয়ে উঁকি দেবে যে সম্ভবত এই মুসিবত থেকে মুক্তি হবে। এরপর তাদের সবাইকে জিজ্ঞেস করবে; একে চেনো? সবাই বলবে: হ্যাঁ! এটি মৃত্যু। সেটি জবাই করে দেওয়া হবে এবং ঘোষণা করা হবে: হে জান্নাতবাসী! চিরস্থায়ীত্ব, এখন আর মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরস্থায়ীত্ব, এখন আর মৃত্যু নেই। ঐ সময় জান্নাতীদের জন্য খুশির উপর খুশি হবে এবং জাহান্নামীদের জন্য দুঃখের উপর দুঃখ হবে। نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَة অর্থাৎ আমরা আল্লাহ পাকের নিকট দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ প্রার্থনা করছি।

(বাহারে শরীয়ত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ১৭১)

মন্দ সমাপ্তির ৪টি কারণ

কিছু ওলামায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام বলেন: মন্দ সমাপ্তির ৪টি কারণ রয়েছে: (১) নামাযে অলসতা (২) মদ্যপান (৩) পিতামাতার অবাধ্যতা (৪) মুসলমানদের কষ্ট দেওয়া। **(শরহুস সুদূর, পৃষ্ঠা: ২৭)**

তাওবার ৩টি রুকন

যেসব ইসলামী ভাইয়েরা مَعَاذَ الله নামায পড়েন না বা কাযা করে পড়েন, নিজেদের উদাসীসতার কারণে ফজর নামাযের জন্য ওঠেন না অথবা শরয়ী অপারগতা ছাড়া মসজিদে বা-জামাআত পড়ার পরিবর্তে বাড়িতেই নামায পড়ে নেন, তাঁদের জন্য এটি ভাবার মুহূর্ত! কোথাও নামাযে অলসতা মন্দ সমাপ্তির কারণ না হয়ে যায়। একইভাবে মদ্যপায়ী, পিতামাতার অবাধ্যতা এবং মুসলমানদের নিজেদের মুখ বা হাত ইত্যাদি দিয়ে কষ্ট প্রদানকারী ব্যক্তি খাঁটি তাওবা করে নিন।

হযরত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাওবার মূল হলো আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসা। এর ৩টি রুকন বা স্তম্ভ রয়েছে: (১) অপরাধ স্বীকার করা (২) অনুতপ্ত হওয়া (৩) ত্যাগের সংকল্প (অর্থাৎ ঐ গুনাহটি ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা)। যদি গুনাহটি ক্ষতিপূরণযোগ্য হয় তবে তার ক্ষতিপূরণ (অর্থাৎ লোকসানের বদলা) দেওয়াও আবশ্যক। যেমন; বেনামাযীর তাওবার জন্য আগের নামাযগুলোর কাযা পড়াও জরুরী। **(খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা: ১৬)** আর যদি বান্দার হক নষ্ট করে থাকেন তবে তাওবার পাশাপাশি সেগুলোর ক্ষতিপূরণ জরুরী। যেমন; মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী বা বন্ধু ইত্যাদির মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তাদের নিকট এমনভাবে ক্ষমা চাইবেন যেন তারা ক্ষমা করে দেয়। শুধুমাত্র মুচকি হেসে Sorry বলা প্রতিটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট হয় না!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মন্দ সমাপ্তির আরও কারণসমূহ

আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পুস্তিকা "মন্দ সমাপ্তির কারণসমূহ"-এ ঈমান নষ্ট হওয়ার আরও কারণ লিখেছেন। যেমন; ✯ চুগলখোরী করা মন্দ সমাপ্তির কারণ ✯ মদ পান করা মন্দ সমাপ্তির কারণ ✯ হিংসা করা (অর্থাৎ অন্যদের কাছে নেয়ামত দেখে জ্বলে যাওয়া এবং তাদের থেকে নেয়ামত ছিনিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা)ও মন্দ সমাপ্তির কারণ ✯ কুদৃষ্টিও মন্দ সমাপ্তির কারণ ✯ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় না করা ✯ আযান হওয়ার সময় কথাবার্তায় মগ্ন থাকা ✯ ওজনে কম দেওয়াও মন্দ সমাপ্তির কারণসমূহের অন্তর্ভুক্ত। **(মন্দ মৃত্যুর কারণ, পৃষ্ঠা: ৭ থেকে ২৩)**

তাওবা করে নিন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ আজ তাওবার রাত ✯ আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা ও মাগফিরাত চাওয়ার রাত ✯ আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হয়ে যাওয়ার রাত; আল্লাহ পাকের সাথে সন্ধি করে তাঁর খাঁটি ও অনুগত বান্দা হয়ে যাওয়ার রাত। মাহে রমযানের বরকতময় মুহূর্তগুলো চলছে; আজ তাওবার দিকে ফিরে আসুন! আজ আমরা আমাদের সমস্ত গুনাহ থেকে তাওবা করি। আজ থেকে সত্যিকার নিয়ত করে নিই যে, ভবিষ্যতে কখনো গুনাহের দিকে পা বাড়াব না ✯ সমস্ত নামায জামাআত সহকারে মসজিদে পড়ব ✯ মিথ্যাও বলব না ✯ গীবতও করব না ✯ চুগলখোরীও করব না ✯ কারো প্রতি হিংসাও করব না ✯ নিজেদের মুসলমান ভাইদের কষ্টও দেব না ✯ অন্যান্য গুনাহ থেকেও সবসময় বেঁচে থাকব।

হায়! আজকের রাতে আমরা যেন খাঁটি ও সত্যিকার তাওবার তৌফিক পাই। হায়! আজ এমন তাওবা করতে যেন সফল হই, যার পর আর কখনো গুনাহ না হয়। হায়! আমাদের ঈমান যেন নিরাপদ থাকে এবং আমরা দুনিয়ায় তো মুসলমান আছি, হায়! কবরের ভেতরেও যেন মুসলমান থেকেই নামতে সফল হই।

উত্তম সমাপ্তির জন্য মাদানী ফুল

আমীরে আহলে সুন্নাত মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه লেখেন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মন্দ সমাপ্তি থেকে নিরাপত্তা চাও তবে নিজের সারা জীবন আল্লাহ পাকের আনুগত্যে কাটাও এবং প্রতিটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। জরুরী যে, তোমার উপর আরেফীনদের মতো ভয় প্রবল থাকে এমনকি তার কারণে তোমার কান্নাকাটি দীর্ঘ হয় এবং তুমি সবসময় ব্যথিত থাকো। সামনে গিয়ে আরও বলেন: তোমাকে উত্তম সমাপ্তির প্রস্তুতিতে নিমগ্ন থাকা উচিত। সবসময় আল্লাহ পাকের যিকিরে লেগে থাকো, মন থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা বের করে দাও, গুনাহ থেকে নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বরং অন্তরকেও হেফাজত করো; যতটুকু সম্ভব মন্দ লোকদের দেখা থেকেও বেঁচে থাকো কারণ এতেও অন্তরে প্রভাব পড়ে এবং তোমার মানসিকতা ঐ দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। **(মন্দ মৃত্যুর কারণ, পৃষ্ঠা: ৩১)**

ঈমানের উপর সমাপ্তির ৩টি অযীফা

একজন ব্যক্তি আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট হাজির হয়ে আরয করল যে, আমার জন্য ঈমানের উপর সমাপ্তির দোয়া করে দিন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন: (১) (প্রতিদিন) ৪১ বার সকালে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا

اَنْتَ আগে-পরে দরূদ শরীফ। এছাড়া (২) ঘুমানোর সময় নিজের সমস্ত অযীফা শেষ করে সূরা কাফিরুন প্রতিদিন পড়ে নিন; এরপর আর কোনো কথা বলবেন না। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয় তবে কথা বলার পর পুনরায় সূরা কাফিরুন তিলাওয়াত করে নিন যাতে সমাপ্তি এর উপরই হয়। اِنْ شَآءَ الله সমাপ্তি ঈমানের উপর হবে। এবং (৩) ৩ বার সকালে ও ৩ বার সন্ধ্যায় এই দোয়ার অযীফা রাখুন: اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ نُّشْرِكَ بِكَ شَيْأً نَّعْلَمُه، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَانَعْلَمُ। **(মন্দ মৃত্যুর কারণ, পৃষ্ঠা: ৩১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অনুদানের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াত প্রচারকারী আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন। আল্লাহ পাকের দয়ায় ✯ দাওয়াতে ইসলামী ৮০টিরও বেশি বিভাগে (Departments) দ্বীনি খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। ✯ দাওয়াতে ইসলামী এ পর্যন্ত হাজার হাজার মসজিদ, শত শত ফয়যানে মদীনা (মাদানী মারকায) তৈরি করেছে। ✯ ছেলে ও মেয়েদের (Boys & Girls) আলাদা আলাদা কুরআন শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রায় ১২ হাজার ৬৯৯টি মাদরাসাতুল মদীনা রয়েছে; যাতে প্রায় ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭২৯ জন ছেলে ও মেয়েকে কুরআনে করীম হিফয ও নাজেরার বিনামূল্যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। (নোট: এই রিপোর্টে মাদরাসাতুল মদীনা শর্ট টাইম বয়েজ ও গার্লসও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে)। ✯ ইলমে দ্বীন প্রসারের (আলিম ও আলিমা কোর্স করানোর) জন্য আলাদা আলাদা জামিয়াতুল মদীনা রয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০টি জামিয়াতুল মদীনা (Boys & Girls) রয়েছে; যাতে

প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার ছাত্র ও ছাত্রীকে দরসে নেজামী (আলিম ও আলিমা কোর্স) বিনামূল্যে করানো হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৩১ হাজার ২১১ জন আলিম ও আলিমা কোর্স সম্পন্ন করেছেন। ✯ শরয়ী নির্দেশনার জন্য দেশ জুড়ে ১৭টি দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত রয়েছে; মুফতিয়ানে কেরাম উম্মতের শরয়ী পথপ্রদর্শনে ব্যস্ত রয়েছেন। এগুলোতে বছরে গড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৭০ হাজার প্রশ্নের বিভিন্নভাবে (যেমন; সরাসরি, ফোনের মাধ্যমে, হোয়াটসঅ্যাপ, ইমেইল ইত্যাদি) উত্তম দেওয়া হয় এবং ✯ আল মদীনাতুল ইলমিয়া (Islamic Research Center)-এ বিভিন্ন বিষয়ে ৯৩২টি দ্বীনি কিতাব ছাপা হয়েছে এবং এই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত আছে। ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেল এই মুহূর্তে ৩টি ভাষায়; উর্দু, ইংলিশ এবং বাংলা স্যাটেলাইটে চালু রয়েছে। ওয়েবে চলছে আরবী চ্যানেল। বিভিন্ন দেশের স্থানীয় ভাষায় শর্ট ক্লিপ ডাবিং করে চালানো হয়। শিশুদের জন্য 'কিডস মাদানী চ্যানেল' (Kids Madani Channel)-এর মাধ্যমে দ্বীনি প্রশিক্ষণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আপনিও দ্বীনের খিদমতের এই কাজে নিজের অংশ অন্তর্ভুক্ত করুন! নিজের অনুদান দাওয়াতে ইসলামীকে প্রদান করুন; আপনার দানকৃত অর্থ যেকোনো অনুমোদিত, দ্বীনি, সংশোধনমূলক, মানবকল্যাণ, আধ্যাত্মিক, পরোপকারী, দাতব্য, আয় বৃদ্ধিকারী বৈধ ও নিরাপদ কাজে ব্যবহার করা হবে। যাতে ক্রমবর্ধমান সার্বিক ব্যয় মেটানো যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

লাইলাতুল জায়েযা বা পুরস্কারের রাতে ইবাদতের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হায়...!! মাহে রমযান আমাদের থেকে বিদায় নিচ্ছে। মাহে রমযান আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই মুবারক

মাসের প্রতিটি মুহূর্তই রহমত ভরা। আল্লাহ পাক যেখানে আমাদের লাইলাতুল কদরের মতো মহান রাত দান করেছেন, সেখানে এই মুবারক মাসের ঠিক পরেই লাইলাতুল জায়েযা অর্থাৎ পুরস্কারের রাতও প্রদান করেছেন ✯ এই রাতে আল্লাহ পাক নিজের রহমতসমূহ অবতীর্ণ করেন ✯ এটি মাগফিরাতের রাত ✯ এই রাত নিজের প্রতিপালকের ইবাদত করার রাত; যে বান্দা এই রাতে আল্লাহ পাকের ইবাদত করে আল্লাহ পাক তার উপর জান্নাত ওয়াজিব করে দেন। **(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, কিতাবুল ঈদাইন, পৃ: ৩৭৩)** ✯ যে বান্দা এই রাতটি আল্লাহ পাকের ইবাদতে কাটাবে আল্লাহ পাক তার অন্তর মৃত করবেন না। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি ঈদদ্বয়ের (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা) এর রাতে সাওয়াবের আশায় ইবাদত করল, সেদিন তার অন্তর মরবে না যেদিন মানুষের অন্তরসমূহ মরে যাবে। **(ইবনে মাজাহ, পৃ: ২৮৪, হাদীস: ১৭৮২)** ✯ সমস্ত আশিকানে রাসূল বিশেষ করে ইতিকাফকারীদের উচিত এই রাতটি মসজিদে আল্লাহ পাকের ইবাদতে কাটানো; হযরত ইব্রাহিম নাখয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ইতিকাফকারীদের জন্য এই বিষয়টি পছন্দ করতেন যে, ঈদুল ফিতরের রাতটি যেন মসজিদেই কাটায়। **(ফয়যানে রমযান, পৃ: ২৭৯, ২৮০)**

শাওয়ালের ৬ রোযার উৎসাহ

হে আশিকানে রাসূল! রমযানুল মোবারকের পর শাওয়ালুল মোকাররমের আগমন। সৌভাগ্যবান মুসলমানগণ এই মাসে ঈদুল ফিতরের পর ৬টি রোযা রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেন। আসুন এই রোযাগুলোর ফযীলত শুনি যাতে আমাদের এই রোযাগুলো রাখার এবং এর বরকতসমূহ অর্জন করার মানসিকতা তৈরি হয়। ✯ যেমনটি হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল অতঃপর ৬ দিন

শাওয়ালের রোযা রাখল, তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বেরিয়ে গেল যেন আজই মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খণ্ড: ৩, পৃষ্ঠা: ৩২২, হাদীস: ৫১০২)** ✯ যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখল অতঃপর এরপর শাওয়ালে ৬টি রোযা রাখল; তবে তা এমন যেন সারা জীবনের রোযা রাখল। **(মুসলিম, পৃ: ৪২৪, হাদীস: ১১৬৪)** ✯ খলীলে মিল্লাত মুফতি মুহাম্মদ খলীল খাঁন বরকাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই রোযাগুলো ঈদের পর লাগাতার রাখা হলেও সমস্যা নেই এবং উত্তম হলো প্রতি সপ্তাহে ২ টি রোযা এবং ঈদের দ্বিতীয় দিন একটি রোযা রেখে নেওয়া; আর পুরো মাসে রাখলে আরও উপযুক্ত মনে হয়। **(সুন্নি বেহেশতী জেওর, পৃ: ৩৪৭)**

চাঁদ রাতে মাদানী কাফেলায় সফরের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক মাসটি এখন কিছু সময়ের মেহমান রয়ে গেছে এবং শীঘ্রই আমাদের থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছে। অতঃপর اِنْ شَآءَ الله চাঁদ রাতের আগমন হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রতি বছর ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জনকারী সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাই এবং অন্যান্য আশিকানে রাসূলের একটি বিশাল সংখ্যা ”নিজে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা“-র পবিত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই রাতে মাদানী কাফেলার মুসাফির হন। এমনিতে এটি বড় কঠিন কাজ কিন্তু মনে রাখবেন নেকীর দাওয়াত দেওয়া এবং তার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করা আম্বিয়া عَلَيْهِمُ السَّلَام এর সুন্নাত; ✯ আম্বিয়ায়ে কিরাম ✯ সাহাবায়ে কিরাম ✯ নেক মানুষেরা নেকীর দাওয়াত দেওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হতেন ✯ দূর-দূরান্তের এলাকায় যেতেন ✯ হিজরত করতেন এবং ✯ কষ্ট সহ্য করে দ্বীনের প্রসার করতেন ✯ পূর্ববর্তীদের কুরবানির কারণেই আমাদের নিকট দ্বীন পৌঁছেছে।

আপনিও চাঁদ রাত থেকে মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়ত করে নিন! اِنْ شَآءَ الله অনেক বরকত অর্জিত হবে ✯ মাদানী কাফেলায় ফরয ইলমে দ্বীন শেখানো হয় ✯ সুন্নাতসমূহ শেখানো হয় ✯ তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য মেলে ✯ নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সুযোগ পাওয়া যায় ✯ কাফেলার বরকতে দোয়া কবুল হওয়া ✯ সমস্যার সমাধান হওয়া ✯ রোগ থেকে আরোগ্য হওয়ার ও শত শত ঘটনা আছে ✯ এমনও হয়েছে যে, মাদানী কাফেলায় সফরকারী আশিকানে রাসূলের উৎসাহের জন্য প্রিয় আকা মাক্কী-মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দয়া করেছেন, স্বপ্নে তাশরীফ এনেছেন এবং কাফেলার অংশগ্রহণকারীদের দিদারের সুধা পান করিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد